Rs. 1.00
মূল্য ঃ ১টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol:1Issue:XI, 15th February, 2013, মাঘ ১৪১৯, বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

গত ২৯ শে নভেম্বর ২০১২ (বৃহস্পতিবার) বেথুন ইন্সটিটিউটে অর্থোপেডিক ক্যাম্পে রোগী দেখছেন মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হসপিটালের বিশিষ্ট চিকিৎসক। ছবি ঃ ডাঃ বীরেন মজুমদার

এক নাস্তিকের চোখে স্বামী বিবেকানন্দ

আমরা যারা ধর্মে অবিশ্বাসী তাদের কাছে বিবেকানন্দকে মনে রাখা কেন জরুরী ? উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালী হিসাবে না সমাজ সংস্কারক হিসাবে ? আমাদের চোখে তিনটি গুনের জন্য তিনি সর্বোত্তম।

প্রথমত, বিবেকানন্দ প্রধানত সাধারন গরীব মানুষের কথা বলেছেন, দ্বিতীয়ত, তাঁর সংগঠনশৈলী এবং তৃতীয়ত বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষার পথিকৃত।

আমরা বাঙালীরা তাঁকে সমগ্রভাবে কখনো দর্শন করিনি। যেন অন্ধের হস্তীদর্শন। কেউ ভাবলেন স্বদেশিকতার পথিকৃত, কারও কাছে হিন্দুধর্মের অগ্রদূত বা শিবজ্ঞানে জীবসেবক।

আমাদের হিন্দুধর্ম কতো প্রাচীন, কিন্তু যেখানে মানুষের খুব একটা স্থান ছিল না। ঈশ্বর সাকার না নিরাকার এনিয়ে কতো তর্ক, ব্রহ্ম সত্য আর সব মিথ্যা এ নিয়ে কতো আলোচনা। কিন্তু অভুক্ত, অশিক্ষা কুসংস্কারে জড়ভরত সাধারন মানুষের কোন কথা নেই। বেদ-উপনিষদে এদের কথা পাওয়া যাবেনা। বিবেকানন্দ কিন্তু এদের কথাই ভেবেছেন। বলেছেন 'যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না, তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন - ইহা, আমি বিশ্বাস করিনা। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবকে খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।'

(পৃষ্ঠা ৬৩, এস মানুষ হও)

ক্ষুদা/অপুষ্টি/রোগ থেকে বাঁচিয়ে, কুসংস্কার থেকে বার করে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে হবে। আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলতে হবে। তারপর আর কিছু করতে হবে না। মানুষ নিজেরাই নিজেদের পথ করে নেবে। এটাই বিবেকান্দের চিন্তার মূল যা আমাদের মতো নাস্তিকদের আকৃষ্ঠ করে। তিনি তাঁর গুরুভাই তূরীয়ানন্দকে লেখেন 'তোমার পূর্বপুরুষরা না হয় দুটো বেদ উপনিষেদ লিখছে, দুটো মন্দির তৈরী করেছে। কিন্তু তাতে কী এসে যায় ? জাতপাতে দীর্ন অসহায় দরিদ্র মানুষরাই সভ্যতার স্রষ্ট্রা।'

ধর্মের মধ্যে গরীবদের কথা ভাবার ঐতিহ্য কিন্তু ইউরোপে ছিল। মিশনারী এবং গীর্জা হাত ধরাধরী করে ইউরোপে চলত। বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন' কিন্তু ঐ আলোকেই প্রতিষ্ঠিত। সেখানে আর্ত মানুষের সেবা, ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান সবই মিশনারীদের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু একটা মূলগত পার্থক্য আছে। মিশনারীদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল ধর্মান্তিকরণ। অন্যদের খ্রীষ্টধর্মের ছত্রছায়ায় নিয়ে আসা। বিবেকানন্দ কিন্তু এই ধর্মান্তিকরণ মানেন নি। অন্য ধর্মের লোককে হিন্দুও করতে চান নি। ১৮৯৩ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর শিকাগো ধর্মসভায় 'হিন্দুধর্ম শীর্ষক' বক্তৃতায় বিবেকানন্দ তাই বলেছিলেন 'প্রত্যেক ধর্মেই ঈশ্বর আছেন, যিনি হিন্দুর ব্রহ্মা, পারসিকদের অহুর মজেদা, বৌদ্ধদের বুদ্ধ ইহুদিদের জিহোভা, খ্রিষ্টানদের 'স্বর্গস্থ পিতা' তিনি এই মহৎ ভাব কার্যে পরিনত করতে শক্তি দান করুন।" পাশ্চাত্যের দেখানো আলো কিন্তু পথটি নিজস্ব।

বিবেকানন্দের চিন্তাধারার যে মূল সুর-সাধারণ মানুষের সেবা এবং যর্থাথ মানুষ গড়া সেটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর সংগঠনশৈলীতার মধ্য দিয়ে। তিনি মাত্র দুটি সংস্থা স্থাপন করেছিলেন রামকৃষ্ণ মিশন ও রামকৃষ্ণ মঠ। কিন্তু এর মধ্যে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যে কোন সংগঠনের সফলতা তার স্থায়িত্ব, প্রসার, উদ্দেশ্যের সফলতা এবং মানবসম্পদের বিকাশের উপর নির্ভর করে।

বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে ১লা মে, ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দের প্রস্তাব অনুযায়ী ১৯০১ সালে রামকৃষ্ণ মঠ এবং ১৯০৭ সালে রামকৃষ্ণ মিশন আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রি করা হয়। আজ শতাধিক বছর পর এই যুগ্ম সংস্থার স্থায়িত্ব নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই।

প্রতিষ্ঠালগ্নের মাত্র তিনটি কেন্দ্র (আলমবাজার মঠ, মাদ্রাজ মঠ এবং নিউইয়র্ক বেদান্ত সোসাইটি) থেকে আজ সারা পৃথিবী বিস্তৃত ১৭৪টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি শাখাকেন্দ্র-এর বিস্তারের প্রমাণ দেয়।

রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মধারা প্রধানত তিনটি ধারায় বিস্তৃত - স্বাস্থ্য পরিসেবা, শিক্ষাবিস্তার এবং ধর্ম ও কৃষ্টি প্রচার। ১২৫৭টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৮১৭টি গ্রামীন ও জনজাতি এলাকায়) একটি বিশ্ববিদ্যালয় সহ ১২৭৪টি শিক্ষাকেন্দ্র (৯২৫টি গ্রামীন ও জনজাতি এলাকায়,) ২৬৪টি গ্রন্থাগার ও তাদের দ্বারা প্রকাশিত ১২টি ভাষায় ২২টি সাময়িক পত্র-মিশনের কর্মকান্ডের সফলতার পরিচয় দেয়।

মানবসম্পদ বিকাশে রামকৃষ্ণ মিশন চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দিচ্ছে। ১৮৯৭ সালে মিশনের প্রস্তাবকালে স্বামিজীর সহকর্মী ছিলেন মাত্র ৪০জন আর আজ ২০০০ সংসারত্যাগী সন্নাসী ও ব্রহ্মচারী রয়েছেন। তাছাড়াও প্রতি নিয়ত অসংখ্য নরনারী স্বেচ্ছায় এদের কর্মকান্ডে অংশগ্রহন করে।

সবরকম মাপকাটির নিরিখেই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত যুগ্ম সংস্থা আজ সফল ও সজীব। এখানেই সংগঠক বিবেকানন্দের কৃতিত্ব।

সর্বশেষ যে গুনটি আমাদের আকৃষ্ট করে তা স্বল্পপ্রচারিত। তিনি বাংলা সাহিত্যে চলিত ভাষায় নতুন শক্তি ও গতিবেগ সঞ্চার করেছিলেন। আমরা চলিত ভাষায় প্রবর্ত্তক হিসাবে সাধারনত বীরবলের (প্রমথ চৌধুরী) কথাই ভাবি, কিন্তু তাঁর 'সবুজপত্র' প্রকাশের আগে থেকেই স্বামীজি চলিত বাংলা গদ্যের প্রকৃত রূপ পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর বিভিন্ন মৌলিক রচনায় (পরিব্রাজক/প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য/স্বামী-শিষ্য-সংবাদ) আমরা উত্তর কলকাতার মুখের ভাষা দেখতে পাই। বাংলা ভাষাকে সংস্কৃৎ/তৎসম শব্দের গুরুভার থেকে মুক্তি দিয়ে সাধারন মানুষের মনের অনেক কাছে এনে ছিলেন।

এছাড়া সাহিত্যিক হিসাবেও তিনি স্মরনীয়। তাঁর রচিত কবিতা ('সখার প্রতি'/'নাচুক তাহাতে শ্যামা') গান (নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি/মঙ্গল ভব বন্ধন') বাংলা সাহিত্যে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। এছাড়া অনুবাদকার্য্যে তিনি ছিলেন স্বচ্ছন্দ। পিতৃবিয়োগের পর উপার্জনের জন্য তিনি জয়দেবের 'গীত গোবিন্দের' বঙ্গানুবাদ করেছিলেন।

সার্ধশতবর্ষে এই মানবপ্রেমী বিবেকানন্দকে আমরা শ্রদ্ধা জানাই। মানবমহিমাকে তিনি শীর্ষে স্থান দিয়েছিলেন। বাকী মহাপুরুষ-ইতিহাস স্রষ্টাদের চেয়ে এখানেই তাঁর পার্থক্য। 'জগতের সমুদয় ধনরাশির চেয়ে মানুষ বেশি মূল্যবান।

আমরাই সবোর্চ্চ ঈশ্বর।" তাই আমরাও বলি 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা' পুড়িয়ে ফেলে সাধারন মানুষের সেবা করাই হবে তাঁর প্রতি সবোর্চ্চ সম্মান প্রদর্শন।

গৌতম রায় চৌধুরী

তথ্যসূত্র ঃ-

ক) তপন রায় চৌধুরী

খ) সুধীয়মুকুল দত্ত

গ) স্বামী আত্মস্থানন্দ

ঘ) দেশ, ২রা জানুয়ারী, ২০১৩,

দাদু-দিদা ফোঁটা

ডাঃ মৃগেন্দ্রনাথ গাঁথাইত

আমাদের সমাজে নানা পার্বন অনুষ্ঠান আছে। সেগুলো গড়ে উঠেছিলো নানা পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে। কিছু ধর্মীয়, কিছু সামাজিক যেমন ভাই ফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী ইত্যাদি। কিন্তু প্রবীণদের ভাল রাখার জন্য বা তাঁদের প্রতি মমত্ব জ্ঞাপনের জন্য কোন আলাদা পার্বণের চল নেই। সমাজে এখন প্রবীণদের সংখ্যা অনেক বেশী, কারণ গড় আয়ু অনেক বেড়েছে। তার ফলে প্রবীণদের (দাদু,দিদা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা) অবহেলার ঘটনাও বাড়ছে। শৈশব কৈশোরেই দাদু, দিদা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা-দের প্রতি ভালবাসা কর্তব্যবোধের বীজ বপন করা উচিৎ। মনে গ্রন্থিত মমত্ববোধের ফলে ভবিষ্যতে তারা অনেকেই পরিবারের প্রবীণদের প্রতি কর্তব্যপরায়ণ হবে এমন আশা করা যেতে পারে।

বিশ্ব প্রবীণ দিবস রয়েছে ১ অক্টোবর। সেটা সাধারণ একটা বিষয়। পরিবারের মধ্যে একটা পার্বণের প্রথা চালু করলে তা অনেক আন্তরিক হবে, হৃদয় স্পর্শ করবে। বাঙ্গালীদের একটা নতুন পার্বণ হোক 'দাদু-দিদা ফোঁটা'। শুনেছি কিছু কিছু বাড়ীতে ভাই ফোঁটার দিনে প্রবীনরা কচি কাঁচাদের কাছ থেকে ফোঁটা নেন। কিন্তু এটা নেহাত বিচ্ছিন্ন ঘটনা। প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে অগ্রহায়ন মাসের প্রথম রবিবার (নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে) এই 'দাদু-দিদা ফোঁটা' পার্বণ হোক।

ছোটরা তাদের দাদু, দিদা, ঠাকুমা ঠাকুর্দা বা সমতুলদের ফোঁটা দেবে একটা শ্লোক বলে। শ্লোকটা হবে সাধারন কথায় যেখানে কোন ধর্মীয় পৌরণিক উল্লেখ থাকবে না। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, ভাইয়ের কপালে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ল কাঁটা' - এই শ্লোকে যমের ধারণা ধর্মীয় পৌরাণিক। সকলের কাছে তা গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। সংস্কৃত ভাষার শ্লোক সাধারনভাবে বোধগম্য নয়। তাই নীচে লেখা শ্লোক বলা যেতে পারে।

দিদা বা ঠাকুমাকে বলবে -

ভাল থাকবে আমার দিদা
করব যতন তোমায় সদা।।

দাদু বা ঠাকুর্দাকে বলবে-

ভাল থাকবে আমার দাদা
করব যতন তোমায় সদা।।

অগ্রহায়ন মাসে আবহাওয়া মনোরম থাকে। অন্যান্য উৎসব শেষ হয়ে যায়। বাংলা ক্যালেন্ডার মাসের নির্দিষ্ট দিনে 'দাদু-দিদা ফোঁটা' হবে। কোন ধর্মীয় তিথি নক্ষত্র, পৌরাণিক বিষয় যুক্ত নেই। বাঙ্গালীরা (হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান ইত্যাদি) সকলেই এই ধর্মনিরপেক্ষ পার্বন পালন করতে পারবে। নিজ পরিবারে এই ছোট্ট অনুষ্ঠান হবে। এছাড়াও ক্লাবে বা পাড়ায় সমবেত ভাবে এই অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

মুক্তমন সমস্ত বাঙ্গালীদের কাছে উপরোক্ত প্রস্তাবটি পেশ করছি যাতে ব্যাপকভাবে এই পার্বণ শুরু করা যায়। প্রস্তাবটিকে আরো সমৃদ্ধ করা যেতে পারে চিন্তাশীলদের মত বিনিময়ের মাধ্যমে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, গত অগ্রহায়নে আমরা বাড়ীতে এই অনুষ্ঠান করেছি।

স্মরণে

প্রশান্ত কুমার ধর

হে সৈনিক; ফাঁকি দিয়ে চলে গেলে,
মন নাহি মানে।
ছিলে তুমি ধ্রুবতারা, বেথুনের ইন্সটিটিউটে
দীর্ঘদিন কাটিয়েছি মোরে একসাথে।

কত হাসি, কত ঠাট্টা-
কতযে মজার গল্প, শুনিয়েছ তুমি,
শূন্য আজি তোমার আসন
কে শোনাবে আর , তাই ভাবি মনে।

ভাবলে অশ্রু আসে, কত কিছু পরে মনে,
তোমার স্মৃতি কথা।
তুমি যা দিয়ে গেলে
ধরে রাখবে তা, মনের গভীরে।

করেছ লড়াই তুমি, জীবনে অনেক,
পড়নি ভেঙ্গে তুমি, বিয়োগ ব্যথায়।
দাঁড়িয়েছ উচ্চশীরে,
করেছ সব জয়।

থাকবে তুমি অমর হয়ে,
শয়নে, স্বপনে, নিঃশ্বাসে।
শুধু, স্মৃতিটুকু নিয়ে থাকবো মোরা
বেথুন ইন্সটিটিউটের সদস্যরা।

আমাদের সদস্য স্বর্গীয় অনিল গুহ (মৃত্যু ঃ- ১০ই জানুয়ারী, ২০১৩) স্মরণে।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ১৫. ০২. ২০১৩

আগামী ২রা মার্চ ২০১৩ তারিখে শনিবার জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের প্রাক্তন সভাপতি ও বেথুন ইন্সটিটিউটের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বিমল চ্যাটার্জীর দ্বিতীয় প্রয়ান বার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত সভায় আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

অভিনন্দন সহ -
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

তারিখ ঃ ০২.০৩.১৩
সময় ঃ বিকাল ৫টায়,
স্থান ঃ বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়াম
৩৯২এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলি - ৪৫

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ ঃ ২৫. ০২. ২০১৩

৩রা মার্চ ২০১৩ মহান মানবতাবাদি ডাঃ হেনরী নর্মানবেথুনের ১২৩ তম জন্মবার্ষিকী। ১৩ই মার্চ বেথুনের স্মৃতিতে গঠিত বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিকস্ রিসার্চএন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারের অষ্টম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী। প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও ইন্সটিটিউটের তরফ থেকে উভয় দিনটি স্মরনীয় করে রাখার জন্য আগামী ১৩ই মার্চ ২০১৩ বিকাল ৫টায় সূর্য সেন ভবনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

অভিনন্দন সহ -
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

তারিখঃ ১৩.০৩.১৩
সময় ঃ বিকাল ৫টায়,
স্থান ঃ সূর্য সেন ভবন
(অরবিন্দ সেবা কেন্দ্রের বিপরীতে, ৪৩২ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোড, কলি - ৬৮)।

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre. Ph. : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700045, Editor - Sri Dipesh Mitra.